অধ্যায় - ৩৫

কাকা মহাজনীর বন্ধু এবং 'শেঠ' (মনিব), নির্বীজ মনক্কা, বান্দ্রার এক গৃহস্থের অনিদ্রা, বালাজী পাটীল নেবাস্‌কর, বাবার সর্প রূপে প্রকট হওয়া।

এই অধ্যায়তেও উদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি ঘটনার মাধ্যমে বাবাকে পরীক্ষা করার ভক্তের মন্তব্য এবং তাঁর অন্তহীন শক্তির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে এই ঘটনাগুলিই বর্ণনা করা হবে।

সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির পথে খুব বড় বাধা। নিরাকারবাদীদের বলতে শোনা যায় যে, ঈশ্বরের সগুণ উপাসনা শুধুমাত্র এক ভ্রম এবং সন্তগণ আমাদের মতনই সাধারণ মানুষ। তাই তাঁদের চরণ বন্দনা করে দক্ষিণা দেওয়ার কি দরকার? অন্য পন্থের অনুগামীদেরও ঐ একই মত যে, নিজের সদ্‌গুরু ছাড়া অন্য সন্তদের নমন এবং ভক্তি করা উচিত নয়। এই ধরনের অনেক আলোচনা শ্রীসাই বাবার সম্বন্ধে আগে শোনা যেত এবং এখনো শোনা যায়। কেউ-কেউ বলত- "আমরা যখন শিরডী যাই, বাবা আমাদের কাছে দক্ষিণা চান। এই ভাবে দক্ষিণা চাওয়া কি একজন সাধুর পক্ষে শোভনীয়? যখন তিনি এইরূপ আচরণ করেন তখন তাঁর সাধু ধর্ম কোথায় যায়?" কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে যারা মনে অবিশ্বাস নিয়ে বাবার দর্শন করতে গেছে, তারাই সর্বপ্রথম বাবাকে গিয়ে প্রণাম করেছে। এমনিই কয়েকটি ঘটনা নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে -

কাকা মহাজনী বন্ধু ঃ-

কাকা মহাজনীর এক নিরাকারবাদী বন্ধু মূর্তি-পূজার একেবারেই বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু কৌতূহলবশতঃ উনি কাকার সাথে দুটি শর্তে শিরডী যেতে প্রস্তুত হন যে ১) বাবাকে প্রণাম করবেন না ২) আর তাঁকে কোন দক্ষিণা দেবেন না। যখন কাকা স্বীকৃতিসূচক উত্তর দেন, তখন ওঁরা দুজনে শনিবার রাতে বম্বে থেকে রওনা হয়ে পরের দিন সকালে শিরডী পৌঁছন। মস্‌জিদে পা রাখতেই বাবা কাকার বন্ধুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন- "আরে আসুন! বসুন।" বাবার স্বরটি ছিল অবিকল বন্ধুটির স্বর্গীয় পিতার। তখন ওঁর নিজের (স্বর্গীয়) পিতার কথা মনে পড়ে, এবং

উনি আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন। কি মুগ্ধকারিণী ছিল সেই স্বর? তৎক্ষণাৎ নিজের শর্তের কথা ভুলে বাবার পদতলে মাথাটি রাখেন। বাবা দুবার কাকার কাছে দক্ষিণা চান, বন্ধুটির কাছে নয়। উনি আশ্চর্য্য হয়ে কাকাকে ফিস্-ফিস্ করে বলেন- "ভাই, দেখো, বাবা তোমার কাছে, দুবার দক্ষিণা চাইলেন। কিন্তু আমিও তো তোমার সঙ্গেই আছি, তবে তিনি আমায় এইরূপ উপেক্ষা কেন করছেন?" কাকা উত্তর দেন- "ভালো হয়, যদি তুমি নিজেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- 'কি কানাঘুষো চলছে?' তখন বন্ধুটি বলেন- "আমিও কি আপনাকে দক্ষিণা দিতে পারি?" বাবা বললেন- "তোমার অনিচ্ছা দেখে আমি তোমার কাছে দক্ষিণা চাইনি। কিন্তু তোমার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে তুমি দক্ষিণা দিতে পারো।" তখন বন্ধুটি বাবাকে সতেরো টাকা দেন, ঠিক যতটা কাকা দিয়েছিলেন। তখন বাবা ওঁদের উপদেশ দিয়ে বলেন- **"আমাদের মধ্যে যে তেলীর (তেল ও জল কখনো মেশে না) দেওয়াল (ভেদ বুদ্ধি) আছে সেটা নষ্ট করে দাও, যাতে আমরা পরস্পরকে দেখে নিজেদের মিলনের পথ সুগম করতে পারি।"** বাবা ওঁদের ফেরার অনুমতি দিয়ে বলেন- "তোমাদের যাত্রা সফল হবে।" যদিও আকাশে মেঘ করেছিল তবুও ওঁরা নিরাপদে বম্বে পৌঁছে যান। বাড়ী ফিরে বন্ধুটি দরজা - জানালা খুলতেই দুটো মৃত চামচিকে দেখতে পান। তৃতীয়টি ওর সামনে দিয়ে উড়ে যায়। তখন ওঁর এই ভেবে খুব অনুতাপ হয় যদি তিনি জানালা খুলে যেতেন তাহলে ঐ জীবগুলির প্রাণ বেঁচে যেত। কিন্তু পরক্ষণেই ওঁর মনে হয় যে এ সব ওদের ভাগ্যনুসারেই ঘটেছে এবং বাবা তৃতীয়টির প্রাণ রক্ষা করার জন্যই তাঁদের তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরত পাঠিয়ে দেন।

কাকা মহাজনীর মনিব

বম্বেতে 'ঠক্কর ধরমসী জেঠাভাই সলিসিটার (Legal Solicitor) নামক এক ফার্ম ছিল। কাকা এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ছিলেন। কাকা ও তাঁর মনিবের পরস্পর সম্বন্ধ খুব ভাল ছিল। শ্রীমান ঠক্কর জানতেন যে কাকা প্রায় শিরডী যান এবং সেখানে কিছুদিন থেকে বাবার অনুমতি হলেই ফেরেন। কৌতুহলবশতঃ বাবাকে পরীক্ষা করার বিচার নিয়ে উনিও দোল-উৎসবের উপলক্ষে কাকার সাথে শিরডী যাবেন স্থির করেন। যেহেতু কাকার শিরডী থেকে ফেরার দিন অনিশ্চিত থাকত, তাই সাথে আরেক বন্ধুকে নিয়ে তিনজনে রওনা হন। পথে কাকা বাবাকে অর্পণ করার জন্য দু সের মনক্কা কেনেন। ঠিক সময়ে শিরডী পৌঁছে ওঁরা বাবার দর্শন করার জন্য মস্‌জিদে যান। বালাসাহেব তর্খডও সেই সময় মস্‌জিদেই ছিলেন। শ্রী ঠক্কর ওঁকে

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বালাসাহেব উত্তর দেন- "আমি দর্শন করতে এসেছি। আমার কোন চমৎকার দেখার প্রয়োজন বা ইচ্ছে নেই। এখানে তো ভক্তদের মনের ইচ্ছে পূরণ হয়।" কাকা বাবাকে প্রণাম করে মনক্কা অর্পণ করেন। তখন বাবা সেগুলি বিতরণ করার আদেশ দেন। শ্রীমান ঠক্করও কয়েকটা মনক্কা পান। একে তো ওঁর মনক্কা ভালো লাগত না, উপরন্তু এইরূপ অস্বচ্ছ ভাবে খেতে ডাক্তার মানা করেছিল। তাই উনি কিছু স্থির করে উঠতে পারেন না এবং ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সেগুলি গ্রহণ করতে হয়। ভদ্রতা রক্ষার্থে মুখেও পুরে নেন। এবার বীচিগুলো কি করা যায়- সেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মস্‌জিদে মেঝেতে ফেলা যায় না। তাই উনি বীচিগুলো ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের পকেটে পুরে নেন। উনি ভাবেন- "বাবার ন্যায় সন্তর কাছে এই কথা কি করে গোপনীয় থাকতে পারে যে আমার মনক্কা ভালো লাগে না? তাহলে কি উনি আমায় এই বিষয়ে বাধ্য করতে পারেন?" এই চিন্তা মনের মধ্যে আসতেই বাবা ওঁকে আরো কয়েকটা মনক্কা দেন। কিন্তু উনি সেগুলি না খেয়ে হাতে ধরে বসে থাকেন। তখন বাবা ওঁকে সেগুলি খেয়ে ফেলতে বলেন। উনি সে আজ্ঞা পালন করেন এবং চিবিয়ে দেখেন যে সবগুলি নির্বীজ- চমৎকার দেখার ইচ্ছে নিয়ে এসেছিলেন, তাই চমৎকার দেখতে পান। এও বুঝতে পারেন যে বাবা সমস্ত চিন্তাধারা অবিলম্বেই জেনে ওঁর ইচ্ছানুসারে সেগুলি নির্বীজ করে দিলেন। তাঁর কি অদ্ভুত শক্তি? তারপর সন্দেহ দূর করার জন্য উনি তর্খডকে, যিনি ওঁর পাশেই বসেছিলেন এবং কয়েকটা মনক্কা উনিও পেয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি রকমের মনক্কা পেলে?" উত্তর পান- "ভাল বীচির।" শ্রীমান ঠক্কর তখন আরো অবাক হয়ে যান। উনি মনে-মনে স্থির করেন যে যদি বাবা প্রকৃতপক্ষে সন্ত হন, তাহলে এবার সর্বপ্রথম মনক্কা কাকাকে দেওয়া হবে। এই চিন্তাটি জানতে পেরে বাবা বলেন- "এবার কাকার থেকে বিতরণ শুরু করো।" এই সব প্রমাণ শ্রী ঠক্করের জন্য পর্যাপ্ত ছিল।

এরপর শামা বাবার সাথে শ্রী ঠক্করের পরিচয় করিয়ে বলেন- 'ইনি কাকার মালিক।" বাবা বলেন- "ইনি কাকার মালিক কি করে হতে পারেন? ওঁর মালিক তো বড় বিচিত্র।" কাকা এই উত্তরে সম্মত ছিলেন। নিজের জেদ ছেড়ে শ্রী ঠক্কর বাবাকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে যান। দুপুরের আরতি শেষ হওয়ার পর বাবার কাছে রওনা হওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য মস্‌জিদে আসেন। শামা ওদের জন্য একটু সুপারিশ করাতে বাবা বলেন -

"একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান ও ধনী - দুই-ই ছিলেন। শারীরিক

ও মানসিক পীড়া হতে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও উনি সর্বক্ষণ অনাবশ্যক চিন্তাতে ডুবে থাকতেন ও অশান্ত মনে এখানে-ওখানে বৃথা ঘুরে বেড়াতেন। ওঁর এরকম দশা দেখে আমার দয়া হয় এবং আমি ওঁকে বলি যে দয়া করে **আপনি নিজের বিশ্বাস এক ইচ্ছিত স্থানে স্থির করুন। এইরূপ অযথা ভ্রমে পড়ে কোন লাভ হবে না।"**

"শীঘ্রই একটা নির্দিষ্ট স্থানে স্থির করো" - এই শব্দগুলি শুনে ঠক্কর তক্ষুনি বুঝে যান যে সেটি ওঁরই কাহিনী। ওঁর ইচ্ছে ছিল যে কাকাও ওঁর সঙ্গে বম্বে ফিরুন। বাবা ওঁর এইরূপ ইচ্ছে জেনে কাকাকে তাঁর শেঠের সাথে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে কাকা এত তাড়াতাড়ি শিরডী থেকে ফিরতে পারবেন। এই ভাবে শ্রী ঠক্কর বাবার অন্তর্যামী হওয়ার আরেকটা প্রমাণ পান।

বাবা কাকার কাছে পনেরো টাকা দক্ষিণা চেয়ে বলেন- "আমি যদি কারো কাছ থেকে এক টাকাও দক্ষিণা নিই, তাহলে তাকে তার দশ গুণ ফিরিয়ে দিই। আমি কারো কোন বস্তু বিনামূল্যে নিই না আর সবার কাছে চাইও না। যাঁর দিকে ফকির (ঈশ্বর) ইঙ্গিত করেন, শুধু তার কাছেই চাই এবং যে গত জন্মের ঋণী তারই দক্ষিণা স্বীকার করি। **দানী দেয় এবং ভবিষ্যতে সুন্দর ফলের বীজরোপন করে।** ধর্মের পথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই অর্থের প্রয়োগ হওয়া উচিত। টাকা যদি শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়, তাহলে সেটা তার অপব্যবহার। যদি তুমি পূর্বজন্মে দান না করে থাকো তো এই জন্মে কিছু পাওয়ার আশা কি করে করো? তাই **যদি পাওয়ার আশা থাকে তো এখন দান করো।** দক্ষিণা দিলে বৈরাগ্য বুদ্ধি বাড়ে এবং বৈরাগ্য প্রাপ্তি দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান বাড়ে। **একটা দাও দশ গুণ পাও।"** এই কথা শুনে শ্রী ঠক্করও নিজের সংকল্প (দক্ষিণা না দেওয়ার) ভুলে বাবাকে পনেরো টাকা অর্পণ করেন। উনি ভাবেন- "শিরডী এসে আমার ভালোই হয়েছে। সব সন্দেহ দূর হল, অনেক রকম শিক্ষা পেলাম।"

এই সব বিষয়ে বাবার কৌশল অদ্বিতীয় ছিল। যদিও তিনি সব কিছু করতেন তবুও সব কিছু থেকে অলিপ্ত থাকতেন। যে প্রণাম করত এবং যে করত না, দুজনেই ছিল তাঁর কাছে সমান। তিনি কখনো কাউকে অশ্রদ্ধা করেননি। ভক্তরা তাঁর পূজো করলে তিনি তাতে বিশেষরূপে প্রসন্ন হতেন না। কেউ তাঁকে উপেক্ষা করলে তাতেও তাঁর কোন দুঃখ হত না। তাঁর সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতিই ছিল না।

অনিদ্রা ঃ-

বান্দ্রার এক মহাশয় অনেকদিন ধরে ঘুমোতে না পারার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যেই উনি ঘুমোতে চেষ্টা করতেন সেই ওঁর স্বর্গীয় পিতা স্বপ্নে এসে বাজে ভাবে গালাগাল করতেন। তাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত এবং রাত-ভোর আশান্তি অনুভব করতেন। প্রত্যেক রাতেই এই রকম হত। তাই উনি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। একদিন বাবার এক ভক্তের সাথে পরামর্শ করেন, এই ব্যপারে। সে বলে- "আমি তো সর্ব-পীড়া নিবারণী উদীকেই এর রামবাণ ঔষধি মনে করি।" উনি একটা উদীর পুরিয়া দিয়ে বলেন- "এটা শোবার আগে কপালে লাগিয়ে নিজের মাথার কাছে রেখো।" তারপর থেকে ভদ্রলোক নির্বিঘ্নে গভীর নিদ্রার আনন্দ উপভোগ করতেন। উনি শীঘ্রই শ্রীসাই বাবার ধ্যান করতে শুরু করেন। বাজার থেকে বাবার একটা ছবি এনে নিজের মাথার কাছে রেখে নিত্য পূজো করা শুরু করেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মালা ও নৈবেদ্য অর্পণ করতেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আগেকার সব কষ্ট ভুলে যান।

বালাজী পাটীল নেবাসকর ঃ-

ইনি বাবার একজন বড় ভক্ত ছিলেন ও বাবার নিষ্কাম সেবা করতেন। দিনের বেলা যে রাস্তা দিয়ে বাবা যেতেন সেই রাস্তাটি সকাল-সকাল ঝাড়ু লাগিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে রাখতেন। ওঁর পর এই কাজটি বাবার এক পরম ভক্ত রাধাকৃষ্ণমাঈ করতেন এবং তারপর আব্দুল। বালাজী ফসল কেটে সে সব শষ্য আগে বাবাকে অর্পণ করতেন। তার মধ্যে থেকে বাবা যতটা ওঁকে ফিরিয়ে দিতেন সেটা দিয়েই উনি নিজের পরিবারের ভরন-পোষণ করতেন। এইরূপ ব্যবস্থা অনেক বছর পর্যন্ত চলে এবং ওঁর মৃত্যুর পরও ওঁর ছেলে সেটা বজায় রেখেছে।

উদীর শক্তি ও মাহাত্ম্য ঃ-

একবার শ্রী বালাজীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ভোজনের সময় দেখা গেল তিনগুণ লোক এসেথে। শ্রীমতি নেবাসকর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। উনি ভাবেন যে সেই খাবার সবার জন্য পর্যাপ্ত হবে না এবং কম পড়ে গেলে কুটুম্বতে নিন্দের পাত্র হতে হবে। তখন ওঁর শাশুড়ী ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- "চিন্তা করো না। এই অন্ন আমাদের নয়, এইটি তো শ্রীসাই বাবার। প্রত্যেক পাত্রে উদী ঢেলে সেটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও এবং কাপড় না সরিয়েই সকলকে পরিবেশন করো। বাবা আমাদের মুখ রক্ষা করবেন।" পরামর্শ অনুসারে সেই

রকমই করা হয়। লোকেদের পেট ভরে ও তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর পরও খাদ্র সামগ্রী যথেষ্ট মাত্রায় বেঁচে যায় এবং তা দেখে সবাই খুব আশ্চর্য্য ও প্রসন্ন হয়। আসলে যার যে রকম মনোভাব হয় তদোনুরূপই হয় তার অনুভূতি। এমনি একটি ঘটনা প্রথম শ্রেণীর উপন্যায়াধীশ শ্রী বি. এ. চৌগুলে আমায় বলেছিলেন। ১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারীতে করজতে (জেলা আহমদনগর) পূজোর উৎসব চলছিল এবং একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন করা হয়। খাবার সময় আমন্ত্রিত লোকেদের সংখ্যার চেয়ে পাঁচগুণ বেশী লোক এসে উপস্থিত হয়। তবুও খাদ্য সামগ্রী কম পড়ে না। বাবার কৃপায় সবাই-ই খেতে পায় এবং তাই দেখে সবার খুব আশ্চর্য্য লাগে।

সাইবাবার সর্প রূপে প্রকট হওয়া ঃ-

শিরডীর রঘু পাটীল একবার নেবাসে বালাজী পাটীলের বাড়ী যান। সেখানে পৌছে জানতে পারেন যে সন্ধ্যাবেলায় একটা সাপ ফোঁস-ফোঁস করতে করতে গোশালায় ঢুকে গেছে। সব পশুগুলি ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। বাড়ীর লোকেরাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বালাজী মনে করেন যে শ্রীসাই-ই এই রূপে এখানে প্রকট হয়েছেন। তখন উনি একটা বাটিতে দুধ এনে নির্ভয়ে ঐ সাপটির সামনে রেখে ওকে সম্বোধন করে বলেন- "বাবা, আপনি ফোঁস করে হৈ-চৈ কেন বাঁধাচ্ছেন? আপনি কি আমায় ভয় পাওয়াতে চান? শান্ত হয়ে এই দুধ পান করুন।" এই বলে কোনরকম ভয় না পেয়ে সাপটির কাছেই বসে পড়েন। অন্যান্য সদস্যরা ঘাবড়ে গিয়ে কি যে করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু একটু পরেই সাপটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কেউ জানতেও পারে না যে ও কোথায় গেল। গোশালায় সর্বত্র খোঁজার পরও সেখানে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ পঞ্চম বিশ্রাম